ইকো কবি গ্যারি স্নাইডার ও জাপান

প্রবীর বিকাশ সরকার

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের বাঙালি কবি অনেকেই মার্কিনী 'বিট্-জেনারেশন' (Beat Generation)-এর কথা জানেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকে আমেরিকায় ক্ষুদ্র একটি কবির দল জন্ম দিয়েছিলেন এই কবিতা আন্দোলনের। তাঁরা ছিলেন গৃহবিমুখ, ধনবিমুখ, বোহেমিয়ান কিন্তু প্রকৃতি-মানব-আনন্দবিমুখ ছিলেন না। অসম্ভব অগ্নিঝরা, অস্থির, দুরন্ত এক সময়ে তাঁদের পদধ্বনি চমকে দিয়েছিল সাহিত্যপ্রেমী, কবিতাপিপাসুদেরকে। যুদ্ধোত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত ভোগবাদী মার্কিনী সমাজে ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে সঙ্গীতের ব্যান্ডমঞ্চ পর্যন্ত নতুন 'আইডিয়া'র উদ্ভাবন, প্রচার ও প্রসার পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভোগবিলাসী সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য অতিদ্রুত সভ্যতার বদহজম হিসেবে তরুণসমাজকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে তুলেছিল। 'শ্বেতাঙ্গ শূন্যবাদ' (Emptiness of the White Society) দ্বারা আক্রান্ত তরুণসমাজ মুক্তির পথ খুঁজতে আসক্ত হয়ে পড়েছিল সস্তা ড্রাগস, আফিম, গাঁজা, হিরোইন, এলএসডি প্রভৃতিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব বা প্রাচ্যভূমি কলকাতার 'হাঙ্গরী জেনারেশন'-এর কবিরা বিট্-জেনারেশন কবিদেরকে দারুণ প্রভাবিত করেছিলেন। হাঙ্গরী আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা কবি মলয়রায় চৌধুরীর সঙ্গে বিট্নিক প্রধান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের সঙ্গে ষাট দশকে কলকাতায় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। বিট্নিক কবিরা পরবর্তীকালে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সঙ্গীতশিল্পী বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ, কান্ট্রি জোয়ে, বিটলস্-এর শিল্পীদের ওপর। বিট্-জেনারেশন কবিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একদল ঘরছাড়া হিপ্পি তরুণ-তরুণীও। ফলে প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে তাঁরা দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের।

অন্যান্য বিট্নিক কবিরা ছিলেন জ্যাক কেরোয়্যাক, নীল ক্যাসাডে, ইউলিয়াম এস.বারোস, ফিলিপ ওয়ালেন, ফিলিপ লামান্টিয়া, ক্যানেথ রেক্সরথ, গ্যারি স্নাইডার প্রমুখ। বোহেমিয়ান, স্বেচ্ছাচার জীবনযাপন সত্ত্বেও তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতি তাঁদের মননে উষ্ণবায়ুসম প্রবাহমান ছিল তাই দেখা যায় পারমাণবিক যুদ্ধ, সামরিকতন্ত্র, অরাজকতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত ফেনা তুলেছিল তাঁদের তরুণ শান্তিবাদী কলম। আবার প্রাচ্যের হিন্দু-বেদ, বৌদ্ধ-জেন্, কামসূত্র, সঙ্গীত-সংস্কৃতিও গভীরভাবে টেনেছে তাঁদেরকে। তাঁরা আসলে কী হতে চেয়েছিলেন, কী করতে চেয়েছিলেন সে নিয়েও সমালোচকদের সমালোচনা কম নেই। তবে অ্যালেন গিন্সবার্গ এবং গ্যারি স্নাইডারের কবিতার মর্মচিত্র এটা নির্দেশ করে যে, তাঁরা মূলত হতে চেয়েছিলেন বাস্তব্যবাদী অর্থাৎ পৃথিবীর অস্তিত্বে অগ্রাধিকারবাদী, সহজ-সরল মুক্ত জীবনযাপন। জগতের নির্দলীয় সকল স্তরের মানুষ এবং পশুপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান তাঁদের ছিল মূল লক্ষ্য। গ্যারির কাব্যগ্রন্থ 'টার্টল আয়ল্যান্ড' এই সুরের বেহালা। তিনি ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি বন্যপ্রাণীকে অহরহ কবিতার মহার্ঘ্য উৎসর্গ করেছেন একাধিক। যেমন তাঁর একটি প্রিয় কবিতায় বাস্তব্য-অনুভূতিকে উন্মুক্ত করেছেন এভাবে, সেখানে ভল্লুকে দেখেছেন নারীকে অথবা নারীতে ভল্লুক, আছে সহাবস্থানের আনুগত্য:

ভালুক মাতা

সে নিজেকে অবগুণ্ঠিত করে
বলে সালমন শিকারের গল্প
সেইসঙ্গে কটাক্ষ:
"তুমি কী জানো আমার কৌশল সম্পর্কে"
তারপর শৈলমালাব্যাপী আমাকে টানে

কেবল পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই তার
গিরিখাত ভাঁজ
তার মুখ ব্লুবেরিপূর্ণ
আমরা সম্ভোগী

বিটনিক কবিরা তাঁদের কবিতার নির্মাণ, আঙ্গিককৌশলের দিক দিয়ে প্রভূত প্রভাবিত হয়েছেন 'ব্ল্যাক মাউন্টেন কবি'দের দ্বারা। নর্থ কেরোলিনার ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি কবিতা লেখা ও পত্রিকা প্রকাশ করতেন এই কবিরা হলেন: রবার্ট ক্রিলী, রবার্ট ডানকান, চার্লস অলসন প্রমুখ। ব্ল্যাক মাউন্টেন রিভিউ নামে একটি কাগজে তাঁদেরসহ উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস,

পল ব্ল্যাকবার্ণ, ডেনিস লেভারটপ, অ্যালেন গিন্সবার্গ, গ্যারি স্নাইডারের কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। যদিওবা বিট্-জেনারেশনের কবিরা কবিতা লিখতেন মূলত ‘অরিজিন’ নামে একটি কাগজে।

এই বিট্-জেনারেশন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জল মেধার অধিকারী ছিলেন গ্যারি স্নাইডার। সহচারী কবি অ্যালেন গিন্সবার্গও তা স্বীকার করেছেন। গ্যারির প্রকৃত নাম Gary Sherman Snyder. সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়াতে ৮ মে ১৯৩০ সালে জন্ম। যখন তাঁর বয়স সাত বছর এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চারমাসকাল বিছানায় থাকতে হয়েছিল। তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনরা প্রচুর বই এনে দেন পড়ার জন্য নগর-পাঠাগার থেকে। অবিরাম পড়তে পড়তে হয়ে ওঠেন গ্রন্থপোকা। স্মৃতিকথায় বলছেন, ‘এই চার মাসে আঠারো বছরের কিশোররা যত বই পড়ে থাকে আমি তার সমপরিমাণ বই পড়ে ফেলি। এই পড়ার নেশা আর ক্ষান্ত হয়নি।’ এই বয়সেই তাঁর কবিতাচর্চায় হাতেখড়ি। দশ বছরের শিশু বয়সে তিনি বৃটিশ কলাম্বিয়ার ‘সালিশ’ভাষা-ভাষী এবং ওয়াশিংটন, ওরেগন, মন্টানা প্রদেশে বসবাসকারী আমেরিকার আদিবাসী ‘ইন্ডিয়ান’দের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। এই দুই মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতিনির্ভর জীবনসংস্কৃতি তাঁকে তখনই আকৃষ্ট করে। কৈশোরেই নৃতাত্ত্বিক প্রভাব তাঁর ভেতরে বৃক্ষ রোপন করে যার ফল আমরা দেখতে পাই এশিয়ায় বিচরণকৃত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে।

১৯৪২ সালে তাঁর পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ঘটে, তিনি ও ছোট বোন অ্যাথেনা মায়ের সঙ্গে ওরেগন প্রদেশের পোর্টল্যান্ড শহরে চলে আসেন। তাঁর মা ‘দি ওরেগনিয়ান’ সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করলে তিনি লিংকন উচ্চবিদ্যালয়ে ১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত পড়ালেখার পাশাপাশি এই পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকারও খন্ডকালীন নিউজপেপার কপিবয় হিসেবে কাজ শুরু করেন। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ে ক্যাম্প কাউন্সেলর হিসেবে পর্বতারোহণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সালে বেসরকারি রীড কলেজে ভর্তি হন বৃত্তি নিয়ে। কলেজের সাময়িকীতে প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন। এই সময় সতীর্থ হিসেবে পান কার্ল প্রোজান, ফিলিপ ওয়ালেন, লিউ ওয়েচেকে। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ; পুনরায় ’৫৩ থেকে ’৫৫ সাল পর্যন্ত বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাজ করেন ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মে জাহাজে নৌকর্মী হিসেবে।

১৯৫০ সালে বিয়ে করেন আলিসন গাসকে, বিচ্ছেদ ঘটান ১৯৫৩ সালে। ১৯৬০ সালে পুনরায় বিয়ে করেন কবি জোয়ানে কিগারকে, ছাড়াছাড়ি করেন ১৯৬৫ সালে। দুই বছর পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন জাপানি নাগরিক মাসা উয়েহারার সঙ্গে, তাঁদের দুটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে কাই এবং গেন্। এবং ১৯৮৭ সালে তাঁকেও ছেড়ে দেন। এরপর চতুর্থ ও শেষবারের মতো বিয়ে করেন আমেরিকাস্থ দ্বিতীয় প্রজন্মের জাপানি নারী ক্যারোল কোদাকে ১৯৯১ সালে এবং দুই কন্যা সন্তান মিকা এবং রবিন-এর পিতা হন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কবি গ্যারি স্নাইডার ১৯৫০-’৫৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন বনের করাতি (লগার), ভারী ট্রাক-ট্রাক্টর জাতীয় যানবাহনের মিস্ত্রী, বন্যঅগ্নিপাতের পর্যবেক্ষক-প্রহরী, সমুদ্রবণিক ইত্যাদি। ১৯৫৬ সাল থেকে ’৬৭ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া এবং জাপানে আসা-যাওয়া করেন জেন্-বৌদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। ১৯৮৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ডেভিসস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়েটিভ রাইটিং বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এর বাইরেও তিনি কখনো ছুতার, অনুবাদক, পর্যটক-কবি হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কাজ করেছেন জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ সম্মেলনের অন্যতম উপদেষ্টা, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ কমিটির সদস্য, ক্যালিফোর্নিয়া আর্টস কাউন্সিলের সম্মানীত সদস্য হিসেবে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন কর্মাভিজ্ঞতা তাঁর মেধাকে শানিত, আলোকিত করেছে। যা তাঁকে বিট্-গোষ্ঠী থেকে আলাদা মর্যাদায় চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়। বিট্ কবিদের সঙ্গে তাঁর প্রথম উপস্থিতি ছিল আলোড়িত ঘটনা। ১৯৫৫ সালের ৭ই অক্টোবর সান ফ্রান্সিসকো শহরের ‘সিক্স গ্যালারী’ মঞ্চে আয়োজিত ‘দি সিক্স গ্যালারী রিডিং’ (The Six Gallery Reading) ছয় কবির কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ ব্যাপকভাবে প্রচারমাধ্যমে প্রচার হওয়ার ফলে কবি হিসেবে তাঁর প্রসার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেদিনের কবিমঞ্চের কবিরা ছিলেন: অ্যালেন গিন্সবার্গ, ফিলিপ লামান্টিয়া, মাইকেল ম্যাক-ক্লিউর, গ্যারি স্নাইডার এবং ফিলিপ ওয়ালেন। লামান্টিয়া প্রয়াত কবি-বন্ধু জন হফ্মানের কবিতা পাঠ করেন। এই ঘটনা ‘সান ফ্রান্সিসকো রেনেসাঁস’ (San Francisco Renaissance) নামে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। জ্যাক কেরোয়্যাকের বিখ্যাত উপন্যাস ‘দি ধার্মা বামস’-(The Dharma Bums)-এ এই ঘটনাসহ বিট্-কবিদের নানা ঘটনার কথা জানা যায়। এই অনুষ্ঠানে অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা ‘হাউল’ (Howl), গ্যারিও তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘এ বেরি ফীস্ট’ (A Berry Feast) আবৃত্তি করেন।

গ্যারি স্নাইডারের এপর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘রিপর‍্যাপ’ (Riprap, ১৯৫৯), ‘মিথস্ অ্যান্ড ট্যাক্সটস্’ (Myths & Texts, ১৯৬০), ‘এ রেঞ্জ অব পোয়েমস’ (A Range of Poems, ১৯৬৬), ‘দি ব্যাক কান্ট্রি’ (The Back Country, ১৯৬৭), ‘রিগার্ডিং ওয়েভ (Regarding Wave, ১৯৭০), ‘টার্টল আয়ল্যান্ড’ (Turtle Island, ১৯৭৪), ‘লেফ্‌ট আউট ইন দ্য রেইন’ (Left Out in the Rain, ১৯৮৬), ‘মাউন্টেইন্স অ্যান্ড রিভারস্ উইথআউট এ্যান্ড’ (Mountains and Rivers Without End, ১৯৯৬), ‘ডেঞ্জার অন পিকস্’ (Danger on Peaks, ২০০৪)।

প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে ‘আর্থ হাউস হোল্ড’ (Earth House Hold, ১৯৫৯), ‘দি রিয়েল ওয়ার্ক: ইন্টারভিউজ অ্যান্ড টকস্’ (The Real Work: Interviews and Talks, ১৯৮০), ‘এ প্লেইস ইন স্পেইস’ (A Place in Space, ১৯৯৫)।

এ পর্যন্ত পুরস্কার পেয়েছেন একাধিক, তার মধ্যে ১৯৭৫ সালে পুলিৎজার প্রাইজ (Pulitzer Prize), ১৯৮৬ সালে ‘লেভিনসন প্রাইজ’ (Levinson Prize), ১৯৮৭ সালে ‘অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমী অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস্’ (American Academy of Arts and Letters), ১৯৯৭ সালে ‘বোলিংগেন প্রাইজ’ (Bollingen Prize), ২০০৪ সালে Masaoka Shiki International Haiku Grand Prize উল্লেখযোগ্য। ২০০৮ সালে পেলেন রুথ লিলি পোয়েট্রি প্রাইজ।

সম্ভবত তিনিই একমাত্র মার্কিনী কবি যিনি ব্যাপকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। গিন্সবার্গ ও গ্যারি পা ফেলেছেন এশিয়ার বিভিন্ন জনপদে যেমন জাপান, চীন, ভারত ও শ্রীলঙ্কা। এসেছিলেন ভারত-বাংলা-জাপানের বনপাহাড়ে আহরণ করতে নির্ভাঁজ সবুজের ঘ্রাণ, মানবপ্রেমী সত্যসন্ধানী মুনি-ঋষি-বুদ্ধের বাণী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিছু প্রতিচিত্র গিন্সবার্গের ‘যশোহর রোড’ কবিতায় রোদালো ঝিলিকসম এসেছে। গ্যারি ষাটের দশকে বান্ধবী (পরে স্ত্রী) কবি জোয়ানে কিগারকে নিয়ে পা রেখেছিলেন চারমাসের জন্য ভারতে। তখন ভারতের দারিদ্র ও ধর্ম তাঁকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছে। কলিযুগের কথা তাঁর ‘স্মোকি দি বিয়ার সূত্রা’ কবিতায় এসেছে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দু ফু, গার্সিয়া লোরকা, মাৎসুও বাশোও, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস, বুসোন, বাই জুউই, লি হে, সু শি, হোমার-এর মতো ভারতীয় কবি মীরা বাঈ, কালিদাসের কবিতা বারংবার ফিরে আসুক। এশিয়ায় বিচরণকে জ্ঞানার্জনের তীর্থযাত্রা হিসেবে বিবেচনা করে লিখেন শিক্ষামূলক গ্রন্থ ‘প্যাসেজ থ্রু ইন্ডিয়া’ ১৯৮৪ সালে।

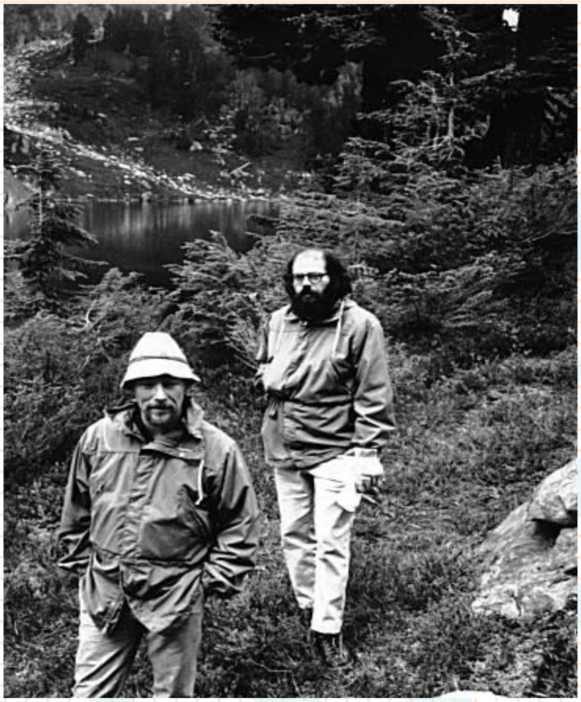

সহচারী কিংবদন্তীর গিন্সবার্গ চলে গেলেন ১৯৯৭ সালে হঠাৎ করেই প্রকৃতির আড়ালে, রয়ে গেছেন এখনো ঋজু পদাতিক কবি গ্যারি স্নাইডার। গলায় পুঁথির মালা, কণ্ঠস্বরের ভিতরে ঘরভোলা বাউলের সুর আর পীঠে মোটা কাপড়ে বাঁধা গভীর নিজস্ব এক সংসার—এই নিয়ে তাঁর দিক-নির্বিক জীবনযাপন এখনো জাপানি ভক্তরা স্মরণ করেন। অর্ধসংসারবিবাগী, অরণ্যবাসী গ্যারিকে প্রকৃতপক্ষে জাপানই আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। জেন্-বৌদ্ধধর্ম যা প্রকৃতই প্রকৃতিগর্ভ—তাঁকে স্থিতধী করেছিল। জেন্ ছাড়াও প্রকৃতিবাদী কবি মিয়াজাওয়া কেনজির চিন্তাভাবনা এবং জাপানি অ্যানিমিজম বা ইয়ামাবুশি-দর্শন (পবর্তবাসী বন্যজন্তুর মধ্যে আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক শক্তির আত্মস্থতা বিষয়ে বিশ্বাস) তাঁর জন্য ছিল নতুন এক অভিজ্ঞা। আজকের ইকোলজি (Ecology) নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আমেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশে এর প্রথম ভাষ্যকার কবি গ্যারি স্নাইডারই হবেন। ‘Deep Ecology’ তথা গভীর বাস্তব্যবিদ্যার অগ্রদূত বলেও তাঁকে সমালোচকরা অভিহিত করছেন। ইকোলজিকে স্বর্গরূপ দেয়ার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টায় এখন জাপান সর্বশীর্ষদেশ। তাই এখানে এখন তাঁকে নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। গবেষণাকৃত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক। অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইকোলজি বিষয়ক সেমিনার সেখানে গ্যারির কবিতা ও সবুজাশ্রয়ী জীবনযাপন তুলে ধরা হচ্ছে ফ্লোরেসেন্ট কালারের পর্দায় যাতে করে তরুণরা প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

জাপানের সঙ্গে কবি গ্যারির রয়েছে এক অজর পাললিক সম্পর্ক। এদেশের মেয়েকে নিয়ে গৃহ বেঁধেছেন বলেই নয়, প্রাচ্যদেশীয় প্রকৃতির রহস্য তাঁকে বোধিসত্ত্ব থেকে শ্রমণ-ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছিল বলে তিনি জেন-বৌদ্ধের দেশ জাপানের কাছে অকৈতব-ঋণী। একযুগ অবস্থানের ফলে অগণিত সুফি-সুহৃদ তাঁর এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা আজও তাঁর অনুরাগী। যুদ্ধোত্তর হিপ্পি-জ্বরাক্রান্ত সৃষ্টিশীল তরুণদের মধ্যমণি; নিউএইজ, কাউন্টার কালচারের প্রধান উদ্যোক্তা ভিন্ন স্রোতের স্বাধীন কবি নানাও সাসাকির (জন্ম ১৯২৩–) সঙ্গে তাঁর ভাব সুদীর্ঘকালের। নানাও য়োরোপ, আমেরিকা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপালসহ সারা জাপান চষে বেড়ানো প্রকৃতিবাদী কবি। উপনিষদের প্রভাবে ভারতবর্ষেরও ধূলিকণা মেখেছেন চরণে। ‘পৃথিবী’ই তাঁর গৃহ ও ঠিকানা’ এই মতবাদে বিশ্বাসী পদব্রজী কবির সঙ্গে তাই সহজেই অ্যালেন গিন্সবার্গ ও গ্যারি স্নাইডারের মত-পথ-লক্ষ্য আঙুলের মতো খাপে খাপে

মিলে গেছে! নানাও শুধুমাত্র কবিই নন, প্রকৃতিবিষয়ক স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পীও বটেন। যেমনটি গ্যারি। গ্যারির কাব্যগ্রন্থ 'টার্টল আয়ল্যান্ড'-এর জলজ সৌরভ জাপানি কবি-অঙ্গনে এসে পৌঁছে আমেরিকায় প্রকাশের পর পরই। নানাও সেটাকে আত্মস্থ করে জাপানি ভাষায় পত্রস্থ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ১৯৯১ সালে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলো জাপানি তরুণ কবিদের আর্দ্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ আলোর পেরেক হয়ে গেঁথে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে 'টার্টল আয়ল্যান্ড' মর্যাদাসম্পন্ন পুলিৎজার পুরস্কার ছিনিয়ে আনে কাব্য-স্থপতি গ্যারির জন্য।

১৯৫৬ সালে গ্যারি জেন্-বৌদ্ধধর্মের আহবানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রকৃতির অমরাবতী ধূমল কিয়োতো প্রদেশে। অবশ্য তার আগেই আমেরিকাতে স্বনামখ্যাত জেন্-মহাপন্ডিত ড.দাইসেৎসু তেইতারো সুজুকির বক্তৃতা শুনেছিলেন। তিনিই প্রথম বিদেশী যিনি কিয়োতোস্থ দাইতোকুজি বৌদ্ধমন্দিরের পুরোহিত ওদা সেশ্‌শোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিয়োতোসহ আশেপাশের বনবনাঞ্চল আর পাহাড়ের পথে পথে, বন্যকুটিরে কাটিয়ে দিয়েছেন রিনজাই জেন্-বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাগ্রহণে এক যুগ। এখানে তিনি দীক্ষা নিলেন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র; গভীরভাবে প্রকৃতির আত্মস্পন্দনকে অনুবাদ করার সুযোগ পেলেন নিজের ভাষায় জেন্-মাস্টারদের সাহচর্যে থেকে, পরিচিত হলেন জেন্-চিত্রকলার সঙ্গে; ভূষিত হলেন 'চোউফুউ' বা বায়ুশ্রোতা উপাধীতে; ভিক্ষুও হতে পারলেন কিন্তু নিয়মে বাঁধাপড়া একঘেয়ে পুরোহিত হতে চাইলেন না। দীর্ঘ বনবাসের মধ্যে অবশ্য মাঝখানে ফিরে গেলেন স্বদেশে--পুনরায় কিয়োতোতে প্রত্যাবর্তনের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বান্ধবী কবি জোয়ানে কিগারকে, তাঁকে বিয়েও করলেন এখানে, ভারতে পাড়ি জমালেন সংক্ষিপ্ত সফরে একসঙ্গে-- ঘুরলেন, দেখলেন; তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাই লামার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংলাপে যা জানার জেনে নিয়ে ফিরে এসে জাপানেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালেন ১৯৬৫ সালে। ধর্মকে ছাড়িয়ে গেলেও মানুষেই মজে রইলেন। অতিমানব হওয়া তাঁর বরাবরই ছিল অরুচি। তিনি কিয়োতোর পাহাড়ি বনবাস থেকে বেরিয়ে জাপানের নগরে নগরে অনাদি সংস্কৃতির আদিবাসী কবি হিসেবে আলোড়ন তুললেন তৎকালীন জাপানের নয়া প্রজন্মের বেপরোয়া ঘরছাড়া 'জাপানেশিয়া', 'দারুমা বাম অ্যাকাডেমী', 'বানায়ান আশ্রম', 'কাউন্টার কালচার কমিউন' প্রভৃতি কবিগোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে।

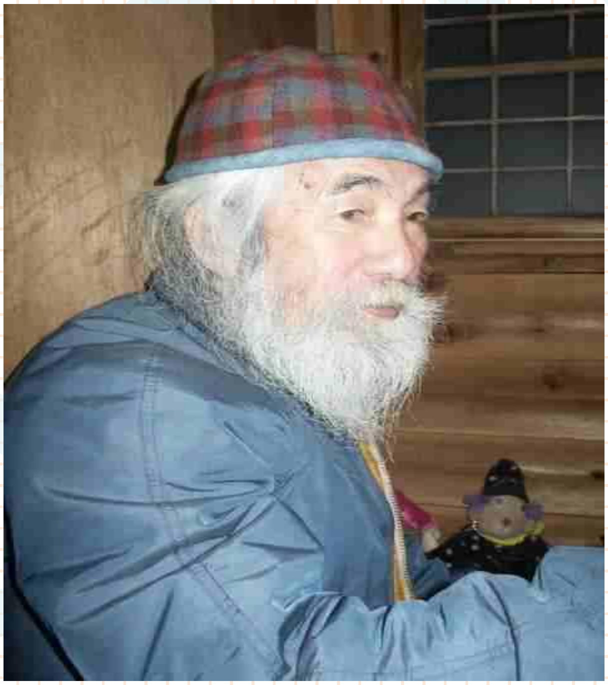

১৯৬৭ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত হয় কাউন্টার কালচার আন্দোলনের কবিসম্মেলন যেখানে কবিরা সোচ্চার হন ভিয়েতনাম যুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, দারিদ্রবিরোধী শ্লোগানে, কবিতায়--পাশাপাশি যৌন স্বাধীনতা প্রদান, অবাধ নেশা গ্রহণ, প্রথাবিরোধী সঙ্গীত রচনা ইত্যাদিও এই সম্মেলনের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। এই সম্মেলনে বিট্-জেনারেশনের কবিরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সম্মেলন থেকে জাপানে ফিরে গ্যারি তাঁর সমর্থকদের বললেন, "'আমরা হতে চাই 'অনাদি সংস্কৃতির আদিবাসী'--এক নয়া গোষ্ঠী।" আর এই শ্লোগান পোস্টারে, প্ল্যাকার্ডে, ব্যানারে লিখে ১৭ এপ্রিল রাজধানী টোকিয়োর প্রাণকেন্দ্র শিনজুকু শহরে এক মিছিল বের করেছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন কবি গ্যারি স্নাইডারসহ নানাও সাসাকি, সানসেই ইয়ামাও এবং তেৎসুও নাগাসাওয়া কবিত্রয়। মিছিলের পর বিখ্যাত ইয়াসুদা মিলনায়তনে পাঠ করেছিলেন কবিতার পর একাধিক কবিতা।

এই সালেই 'বুজোকু' বা ট্রাইব নামে সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হলে তাতে কবি সানসেই ইয়ামাও কিছু শ্যামলবরণী বাণী সাজিয়েছিলেন পাঠকদের জন্য যা ছিল এক সহজিয়া দর্শন। সানসেই বলেছিলেন, 'আমরা প্রকৃতির বুকে জন্মি, শূন্য হাতে গৃহ গড়ি, জলকূপ খুঁড়ি, জমি চাষি, মাছ ধরি, রাত্রির গভীরতায় নক্ষত্রের আলো মাখি, সূর্যের তেজ--শীতের হিম--নীলাকাশের নীলিমা অনুভবি--এইভাবেই তো মানবগোষ্ঠীর সূচনা হয়েছিল!' বনবাসী কবি গ্যারি একে সমর্থন করে ব্যাখ্যা করেন আরও ব্যাপ্তিময়তায়: 'প্রকৃতির আকাশ, বায়ু, মেঘ, বৃক্ষ, জল, ঘাস আর জন্তুপ্রাণী--এইসব সখাদের সঙ্গে নিয়ে প্রেম ও মেধার পথে পাড়ি দেয় যাঁরা--যে পুরুষকুল, নারীকুল, সন্তানরা--এঁরাই পৃথিবীর গোষ্ঠী--অনাদি সংস্কৃতির আদিবাসী।' ১৯৬৯ সালে তাঁর এই প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বা বাস্তব্যবাদ প্রবন্ধাকারে 'আর্থ হাউস হোল্ড' গ্রন্থে প্রকাশিত হলে আমেরিকার সমাজে দারুণ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। তাঁর আপন ভাষ্য থেকে এই 'বাস্তব্য-দর্শন' সম্পর্কে চমৎকার প্রতিধ্বনি অনুভূত হয়: 'কবি হিসেবে আমি প্রাচীন মূল্যবোধগুলো বহন করি। সেগুলো প্রাচীন প্রস্তরযুগীয়: যেমন মাটির উর্বরতা, পশুপ্রাণীর মায়া-মুগ্ধতা, নিঃসঙ্গতায় শক্তিদর্শন, শুভঙ্কর শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুনর্জন্ম; ভালোবাসা এবং উৎসবের পরমানন্দ, আদিবাসীর কর্তব্যকর্ম। আমি সচেষ্ট ইতিহাস এবং বন্য-প্রান্তর উভয়কে মননে ধারণ করতে--সেটাই আমার কবিতা যা কিনা বিষয়বস্তুর সঠিক মাত্রাকে নির্ণয় করার চেষ্টা করে এবং ঘুরে দাঁড়ায় আমাদের সময়কার অব্যবস্থা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে।' (In an essay published in *A Controversy of Poets,* Snyder offered his own assessment of his art. "As a poet," he wrote, "I hold the most archaic values on earth. They go back to the late Paleolithic: the

fertility of the soil, the magic of animals, the power-vision in solitude, the terrifying initiation and rebirth; the love and ecstasy of the dance, the common work of the tribe. I try to hold both history and wilderness in mind, that my poems may approach the true measure of things and stand against the unbalance and ignorance of our times.)

ইকো এবং জেন্-কবি হিসেবে পরিচিত গ্যারি স্নাইডার তেত্রিশ বছর পর জাপান সফর করেছিলেন ২০০০ সালে। প্রবীণ ও নবীন কবিকুল আয়োজন করেছিলেন তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে এক বিশাল সংবর্ধনা সভার। সাক্ষাৎ ঘটেছিল নানাও সাসাকি, সানসেই ইয়ামাও প্রমুখ প্রাচীন কবি-বন্ধুদের সঙ্গে। এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের চিন্তা, দর্শন ও বিশ্বাসভিত্তিক প্রবন্ধের সংকলন 'এ প্লেইস ইন স্পেইস' জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়।

জাপানের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ি-ছেঁড়া কাব্যিক সম্পর্ক, তাই দুটি কবিতা অনুবাদ করছি যেখানে জাপানি জলবায়ু বয়ে চলেছে শব্দের পর শব্দের ভিতরে। এ দুটি কবিতাতেই বোঝা যাবে গ্যারি স্নাইডার খুব সহজ খুব কঠিন কবি ছিলেন না, জীবনের অধিকাংশ পারাপার জুড়েই ছিলেন গভীর গভীর রোম্যান্টিক কবি--চতুর্দিকে প্রকৃতি দ্বারা আবিষ্ট--কখনোবা একাকী, বাস্তবব্যবাদী--সত্যিই এক মুক্তপুরুষ: বাস করছেন য়ুবা নদী সংলগ্ন উত্তর সিয়েরা নেভেদা পাহাড়ের স্বগৃহে।

শোকোকুজি মন্দিরের এক বসন্তরাতে

আট বছর আগের এই মে মাসে
আমরা হেঁটেছিলাম সাকুরা ফুলের নিচে
এক রাতে ওরেগনে'র ফলবাগানে।

এইসব তখন আমি চেয়েছিলাম
যদিওবা আজ বিস্মৃত, তোমাকে ছাড়া।

এখানে এই রাতে
প্রাচীন রাজধানীর এই বাগানে
আমি মুন-ফ্লাওয়ারের প্রেতাত্মার স্পন্দন অনুভব করি
স্মরণ করি তোমার হিমদেহ
নগ্ন--গ্রীষ্ম পোশাকের আড়ালে।

শোকোকুজি মন্দিরের এক হেমন্ত-ভোরে

গতরাতে কৃত্তিকামন্ডল দেখতে দেখতে
চললো জ্যোৎস্নায় ধূমপান
ওগরানো তেতো স্মৃতিতে
কণ্ঠ হল রুদ্ধ।
আমি শ্লিপিং-ব্যাগ খুলে দিলাম
বারান্দায় মাদুরের ওপর
হেমন্তের ঘন-নিবিড় তারকারাজির নিচে।
স্বপ্নে তুমি উদয় হলে
(এই নিয়ে তিন বছরে নয় বার)
বন্য, শীতল, ফরিয়াদি।
আমি জেগে উঠলাম, লজ্জিত এবং রুষ্ট:
নিরর্থক হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
প্রায় উষা। ভেনাস এবং জুপিটার।
এই প্রথম তারা এলো এমন কাছাকাছি।

জাপান প্রবাসী ছড়াকার.লেখক.গবেষক
probirbikashsarker@gmail.com